‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?’

বিগত ৮ এপ্রিল ২০২৩ ‘দৈনিক ইনকিলাব’ পত্রিকায় ‘আলেমদের ঐক্য সময়ের অনিবার্য দাবি’ শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী একটা নিবন্ধ পড়লাম। আমি কোনো মৌলভি-মাওলানা নই, জন্মসূত্রে মুসলমান। তাই অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হলে দু-কথা না বলে পারি না। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আমার বলার আছে বলেই কলম ধরেছি। উল্লিখিত নিবন্ধ থেকে প্রথমত কিছু কথার উদ্বৃতি দিতে হবে। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, ‘দেশে কম-বেশি, ছোট-বড় মিলে আলিম সংখ্যা চল্লিশ লাখের বেশি। বিশেষত কওমি অঙ্গনের অধিকাংশ আলিম মসজিদ ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক খেদমতে নিয়োজিত আছেন। আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো আলিমগণ আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে। ... তারা মৌলিক ও বড় বিষয়গুলোর প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করেন। অথচ এগুলোর প্রতি উদাসীনতা উম্মার অস্তিত্ব ও সামগ্রিক সত্তাকে বিপন্ন করে দেয়। অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বর্তমানে ইসলামের নামে দেশে মোট ঊনপঞ্চাশটি দল ও উপদল রয়েছে। তবে এ গণনার বাইরেও ইসলামের নামে কিছু দল ও দরবার আছে। ...বাংলাদেশের আলিমদের বর্তমানে বড় দুর্দিন যাচ্ছে। দেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামি শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটেছে’ ইত্যাদি।

অনেক মূল্যবান কথার মধ্যে আমি শুধু দু-একটি বিষয় নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বলতে চাই। একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, আমরা প্রতিনিয়ত যত কথা বলি, সেগুলোর ভালো দিকগুলো যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষ আমলে না নেয়, বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারে, চিন্তাধারার গঠনমূলক উন্নতি না করতে পারে, তখন কথার কোনো মূল্য থাকে না, সে-কথা না-বলারই নামান্তর। আমরা তো এদেশে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নিবন্ধের মধ্যে মূল তিনটি বিষয় হলো: ‘বাংলাদেশের আলিমদের বর্তমানে বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে’; ‘অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে’ ; এবং মুসলমানদের শিক্ষা। তিনটি বিষয়ই পরস্পর নির্ভরশীল, ‘কান টানলে মাথা আসার মতো’। একটির সাথে অন্যটির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা সম্মানীত মৌলভি-মাওলানাদের ইসলামি সমাজব্যবস্থার নেতা বলে মানি। আমরা সমাজের আম জনতা ইসলামি নিয়মনীতিতে এদের কথাকে বিশ্বাস করি। এদেশে ইসলামকে এরাই টিকিয়ে রেখেছেন। সুস্থ চিন্তাভাবনা করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে এদেরকেই পুরো মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হবে। মুসলমানদের উন্নতি হলে দেশেরও উন্নতি হবে। সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান ধর্মীয় নিয়ম-নীতি, অনুশাসনসহ অনেক কিছুই পড়েন না, বোঝেন না। শুধু মৌলভি-মাওলানাদের কথা শুনে, বাজার থেকে দোয়া-দরুদের চটি বই পড়ে জীবন পার করে দিচ্ছেন। এছাড়া ইসলামি জীবনব্যবস্থা যে মানুষ সৃষ্টি, পৃথিবীতে মানুষের কর্মপদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের একটা পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা প্রতিপালন করলে ও মেনে চললে আমাদের নৈমিত্তিক সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এটাকে আমরা মন থেকে কখনই মেনে নিতে পারিনে। আবার এদেশের মৌলভি-মাওলানারাও সে-বিষয়গুলোর প্রতি সুন্দর ও গঠনমূলকভাবে আলোকপাত করেন না। কেউ ধর্ম নিয়ে রুজি-রোজগার করেন, কেউবা রাজনীতি করেন, কেউ আবার অসংখ্য সাগরেদ জড়ো করে নিজেকে বড় মাপের পির-দরবেশ বলে পরিচিত করেন।

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মৌলভি-মাওলানাদের চিন্তাধারার কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছি? এক সময়ে প্রকৃতি ও কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে নিজের শরীর ও পার্শ্ববর্তী চারদিক তাকালেই আমরা সবকিছুর মধ্যেই বিজ্ঞান, টেকনোলোজি, শিল্পসামগ্রী, ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পাই। এসব এড়িয়ে চলতে গেলে জীবনযাপন ও কর্ম অচল ও অকেজো হয়ে যায়। আমরা বিজ্ঞান, টেকনোলোজি ও ব্যবসাভিত্তিক কোনো

লেখাপড়া করবো না, শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করবো না, শুধু অন্যের তৈরি করা শিল্পপণ্য বসে বসে খাবো, অন্যের সেবা ভোগ করবো, অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হব, অশিক্ষা-কুশিক্ষাবশত নিজেদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করবো আর বেহেশত পাবার আশায় নামাজ-রোজার মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদতে মশগুল থাকবো। তাহলে কি দুনিয়াদারী চলে? আল্লাহর দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়? আমরা কি টিকে থাকতে পারি?

মুসলমানদের মধ্যেও একটা অংশ তৈরি হয়েছে, যারা নামে মুসলমান কিন্তু চিন্তা-চেতনায় মুসলমানি-বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত। এদেরকে কাজীর হিসাবের খাতায় ধরা যায়, গোয়ালে ধরা যায় না। আমরা তাদের সামনে ইসলামি পথ, বৈশিষ্ট্য, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরাও কুরআন-হাদিসে নির্দেশিত 'সহজ-সরল' পথ থেকে দূরে চলে এসেছি। যত কিছুই বলি আমরা নিজেদের দায় এড়াতে পারি না। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় এতটাই পিছিয়ে গেছি যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবসা-বণিজ্য নিয়মনীতি মেনে করতে পারি না; মুসলমান গরিব, অনাথ-অসহায়দেরকে নিজের সম্পদ থেকে সাহায্য করতে পারি না, আমরাই পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেছি। নিজেরা গরিব বলে মনটাও ছোট হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, মন-মানসিকতায় ছোট হয়ে গেছি বলে গরিব হয়ে গেছি। মুসলমানরা ত্যাগী জাতি হবার কথা, অথচ আমরা 'দেওয়ান সা'ব' থেকে 'নেওয়ান সা'ব'-এ পরিণত হয়ে গেছি। নামে মুসলমান 'আল্ট্রা-মডার্ন' যে ধণিক শ্রেণি আমাদের আছে, তারাও ইসলামি নিয়ম-নীতি মেনে চলেন না, বেশি মুনাফার আশায় প্রতিটা শিল্পপণ্য ও ব্যবসায়ী-পণ্যের দাম বাড়ায়, পবিত্র রমজান এলে সিন্ডিকেট করে আরো দাম বাড়ায়। ব্যবসার নামে, কখনো রাজনীতির কাধে ভর করে তারা জনগণকে শোষণ করে, টাকার পাহাড় গড়ে, ইসলামি আদর্শ রক্ষা করে না। ইসলামি ত্যাগের আদর্শ ভুলে ভোগবাদের নেশায় পাগলপ্রায় হয়ে টাকার পিছনে ছোটে। যে টাকা ইসলামি উম্মার কল্যাণে কোনো কাজে লাগে না, মুসলমানদের কাছে সে-টাকার কোনো মূল্য নেই। 'কারুণের ধন-সম্পদ পিঁপড়েয় খায়, কুপথে উড়ে যায়', 'বেগমপাঁড়া গড়া'র কাজে ব্যয় হয়। এসবই আমাদের নিখাদ বাস্তবতা।

এদেশের মৌলভি-মাওলানারা সোজাসাপটা পথে কামিয়াবি হাসিল করতে চায়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা আর সোজাসাপটা নয়। উৎপাদনব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পব্যবস্থা, অর্থনীতি, জীবনযাপন জটিল অবস্থা ধারণ করেছে। প্রবলেম সলভিং এ্যাবিলিটি অর্জন করতে হবে, এ্যানালাইটিক্যাল এ্যবিলিটি অর্জন করতে হবে; বিজ্ঞান পড়তে হবে, শিখতে হবে, টেকনোলজি শিখতে হবে; মঙ্গল গ্রহে যাবার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষাসহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ইসলামি অর্থনীতি বুঝতে হবে। লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশু মাদ্রাসায় পড়ছে। প্রত্যেকের মধ্যে অবিকশিত অত্যধিক সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আমরা লক্ষ লক্ষ অপ্রস্ফুটিত গোলাপকে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ না দিয়ে কুঁড়িতেই পোকায় খাইয়ে দিচ্ছি। এটাও এক ধরনের অপরাধ। মাদ্রাসার শিক্ষকরা আল্লাহর কাছে এ অপরাধের জন্য কী জবাব দেবেন! এটা সরকারেরও দায়িত্ব। কোমলমতি এ অবুঝ শিশু-কিশোরদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা নিশ্চয় সৎ ও কর্মে নিষ্ঠাবান হবে। তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ভার দিতে হবে। তাদেরকে অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে হবে। এদেশে নব্বইভাগ জনগোষ্ঠীই মুসলমান। এদেশের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হলে মুসলমানরাই লাভবান হবে, গরিবানা হাল দূরীভূত হবে। মুসলমানরাই দানের মাধ্যমে পরকালের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারবে। অনৈক্য ও দুদর্শা লাঘব হবে। মৌলভি-মাওলানারা তখন দান গ্রহণের পরিবর্তে দান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবেন। ছোটবেলায় পাঠ্য বইতে পড়েছিলাম, 'নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত করো সবে' নীতিকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এজন্য সম্মানীত মৌলভি-মাওলানাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ইসলামের জীবনবিধান, মর্মবাণী মানুষকে জনে জনে বোঝাতে হবে। কুরআন ও হাদিসের পরতে পরতে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তাচেতনায় দুনিয়াদারির কর্ম ও সেবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের যে ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত, আমরা ত্রোয়োদশ শতাব্দির পর থেকে সেখান থেকে ক্রমশ সরে এসেছি। আমরা কাজে-কর্মে পরকালকেই একমাত্র গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজেদেরকে কর্মহীন জিন্দা-লাশের পর্যায়ে নিয়ে গেছি। 'শিক্ষা', 'দীন', 'আলেম', 'ইবাদত', 'কর্মের বিবরণ (আমলনামা)' 'মাদ্রাসা শিক্ষা' প্রভৃতি শব্দের ভিন্ন অথবা আংশিক ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছি। তাই সাধারণ মানুষের অনেকেই জীবন বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার সৎকর্ম না থাকলে যে পরকালের কল্যাণ থাকে না, সৃষ্ট জীব ও সৃষ্টির সেবা না থাকলে যে দুনিয়া সৃষ্টি বৃথা হয়ে যায়– এসব কথা আমরা ভুলেও চিন্তা করি না। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বিলীন হতে চলেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভুলগুলো চলতে থাকলে আগামী আনুমানিক বিশ বছরের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা আরো সঙ্গিন, নির্জীব ও দুর্দশাগ্রস্ত রূপ ধারণ করবে। তখন আমি থাকবো না জানি। পরিবেশ এত বিরুদ্ধ হয়ে উঠবে যে, আমার মতো কেউ এমন লেখা লিখতেও পরিবেশ পাবে না। সবই আমাদের কর্মফল। আমরা নিজের দিকে নিজে তাকিয়ে দেখি না। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিজের বিশ্লেষণ করতে বড্ড ভয় পাই। 'চেরাগের গোড়ায় অন্ধকার' রয়ে যায়। অন্যের দোষ অন্বেষণ করি, তাই নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বাড়ে। এগুলো আমাদের স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। তবে আমরা যেন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বভাবের দায় ইসলামি জীবনব্যবস্থার উপর না চাপায়, এটা অন্যায় হবে। অথচ বর্তমান যুগে তাই-ই হচ্ছে। যদি প্রশ্ন করি, এগুলো কীসের আলামত? কুরআন ও হাদিসে তো সুনির্দিষ্টভাবে শুধু একটি পথের কথা বিস্তারিত ও লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরও এহেন অবস্থা হলো কেন? শুধু অনৈক্যের কারণে নয়; যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব, কুপমণ্ডুকতা, কুশিক্ষা, গরিব-মিসকিনে পর্যবসিত হওয়া প্রভৃতি কারণে মুসলমান জাতি 'এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে'।

অতীতের ভুলগুলোকে মনেপ্রাণে শুধরে নিতে হবে। ইসলাম একটি 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা', ওটা কোনো রাজনীতি নয়; রাজনীতি জীবনব্যবস্থার একটা অংশ মাত্র। নিজেদের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে, রাজনীতি (ওটা রাজা হওয়ার নীতি) থেকে দূরে থাকতে হবে, কর্মবিমুখ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থায় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রোয়োদশ শতাব্দীর মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর উপর ভর করে দুহাত পকেটে গুজে অলস দিন পার করলে চলবে না। মাথাটাকে কাজে লাগাতে হবে, কর্মঠ হাত দুটো পকেট থেকে বের করে কর্মের জন্য প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করতে হবে। ইসলামে সম্পদের জিম্মাদার হতে তো কোনো বাধা দেওয়া হয়নি, ব্যবসা করতেও কোনো বাধা নেই। বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা হলে দোষ কী? নিজের রুজি ছাড়াও অন্যের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে প্রভূত কল্যাণের ভাগিদার হওয়া যায়। মুসলমানদের মূলত তিনটি কাজ করতে হবে: ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. কর্মমুখী শিক্ষা; ও ৩. মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য-সঞ্চারক শিক্ষা। এই তিনটি শিক্ষার বাস্তবায়নের পথে কি কি বাধা আছে তাও জানি। এ বাধা কোনো বাধা নয়। বাধা অতিক্রমের জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ঠ। একমাত্র এই তিনটি শিক্ষা মুসলমান জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। নইলে বিশ্বময় মুসলমানদের অন্যের গলগ্রহ হয়ে অন্যের অনুগ্রহে দুর্দশাগ্রস্ত জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হবে। এই বোধ আমাদের সম্মানীত মৌলভি-মাওলানাদের মধ্যে আসতে হবে।

অতীতকে নিয়ে বেশি আলোচনা না করে ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সকল বিষয়ে একমত হওয়া যাবে কিনা, জানিনা। যুগোপযোগী শিক্ষা না থাকলে, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির

করতে না পারলে ঐকমত্যে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হবে না। বিশেষ করে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যপারে একমত হতেই হবে। মুসলমানদের উন্নতির ভিত নিশ্চিতভাবে এখানেই লুকিয়ে আছে। উন্নতি মানে মন-মানসিকতার পজিটিভ পরিবর্তন। সেখানে আবেগ প্রবণতা, গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাকে কোনোরকম প্রশ্রয় দিলেই পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্রমশই বিলীন হবার পথে চলে যাবে।

(২০ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক ইনকিলাব এবং ২৮ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।